যুগান্তর

তারিখ ... 16 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২৩ ... কলাম ... ৭ ......

ইউজিসি ভেঙে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব

যুগান্তর রিপোর্ট

'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন'কে (ইউজিসি) ভেঙে দিয়ে 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন' (হেক) গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি। দেশে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃংখলা দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও ক্ষমতা দিয়ে ওই নতুন সংস্থা গঠন করা দরকার বলে মনে করছেন তারা। এ লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত হেকের খসড়া প্রস্তাবনা পূর্ণ কমিশনের সভায় পাস হয়, যা দু'একদিনের মধ্যেই তারা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছেন বলে জানা গেছে। তবে 'ইউজিসি' চাইলেও 'হেক' আদৌ গঠিত হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সর্বশেষ যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, তার খসড়ায় ইউজিসির নাম পরিবর্তন করে 'হেক' গঠনসহ স্বতন্ত্র 'উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় তো দূরের কথা ইউজিসিকে ভেঙে 'হেক' গঠনের কথাটিও এখন নেই পাস হওয়া শিক্ষানীতিতে। ফলে প্রয়োজন থাকলেও আদৌ হেক গঠিত হবে কিনা, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, 'দেশের উচ্চশিক্ষার বিকাশমান অবস্থা বা চাহিদা, এ নিয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি ও বিশ্ব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসিকে পুনর্গঠন জরুরি। আর সেটার পন্থা হচ্ছে নতুন নামে নতুন আইনের আলোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ইউজিসির পরিবর্তে নতুন সংস্থা গঠন করা। সেই প্রস্তাবনাই তারা তৈরি করেছেন। এখন সরকার কি করবে, তা সরকারের ব্যাপার। তবে তাদের প্রস্তাবনা সরকার বিবেচনা করতে পারে।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, প্রস্তাবনাটি নিতান্তই ইউজিসির। প্রস্তাবনাটি পেলে সরকার তা পর্যালোচনা করবে। এরপর প্রয়োজনীয়তার বিচারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এখনই এ নিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, ইউজিসির পরিবর্তে নতুন নামে নতুন সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারি-বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে। কেননা, স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের

শিক্ষানীতিতে বিষয়টি উল্লেখ নেই

উচ্চশিক্ষার 'অ্যাপেক্স বডি' হিসেবে ১৯৭৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশে ইউজিসির যাত্রা। তখন দেশে মাত্র ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাই ছিল না। গোড়া থেকে এটি দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারের বরাদ্দকৃত মঞ্জুরি বণ্টন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিদর্শন, তদন্ত ইত্যাদি দেখভাল করে আসছিল। বিশ্বায়নের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও দেশে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সুযোগের কারণে ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যুগের যাত্রা হয়। এরপরও কেটে গেছে প্রায় দু'দশক। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার পর এক এক করে নানা জটিলতা আর কুটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে। শিক্ষার নামে অবাধ সনদ বিক্রি আর নামসর্বস্ব সনদধারী গ্রাজুয়েট সৃষ্টির কারণে নতুন করে সরকার চিন্তাভাবনা শুরু করে। দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত খসড়া আইনে দেশের ৮৮টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিকর্তা রূপে হেককে প্রতিষ্ঠার বাইরেও বাংলাদেশে পরিচালিত বা পরিচালিতব্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রকও করা হয়েছে এই হেককে।

হেক নিজে তার প্রয়োজনীয় বিধিমালা, রেগুলেশনস, স্ট্যাটিউটস গঠন করতে পারবে। সরকারি-বেসরকারি উৎস থেকে অর্থ নিয়ে গঠন করবে ট্রাস্ট ফান্ড। এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ও মানোন্নয়নের কাজ করা হবে। খসড়া আইনের ব্যাপারে জানতে চাইলে ইউজিসি সচিব মোহাম্মদ খালেদ সম্প্রতি বলেন, বেশ কয়েক বছর যাবৎ এ বিষয়ে কাজ চলছে। সাবেক দু'জন চেয়ারম্যানের আমল থেকেই এ ব্যাপারে ধারণা নেয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং যুক্তরাজ্যের উচ্চশিক্ষা কমিশনের আইন ও কার্যাবলি দেখা হয়েছে। তিনি বলেন, এ অঞ্চলে প্রথম পাকিস্তানে ২০০৩ সালে উচ্চশিক্ষা কমিশন করা হয়। এর মাধ্যমে সেখানে জাতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, মন্ত্রণালয় খসড়াটি গ্রহণ করলে আইন, অর্থ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হয়ে সর্বশেষ সংসদে এটি পাসের জন্য উপস্থাপিত হবে। এ কারণে তাদের প্রস্তাবনা কবে বাস্তবায়ন হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।